



৪



০



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আষাঢ় ৮, ইংরিজি ২০২৬, জুন ২২

৪



০



আইএনএস দুনাগিরি, সংশোধক ও অগ্রয়-এর দায়িত্ব নেভাল কম্যান্ডের হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, কোলকাতার গার্ডেনরিচে— পিএম ইন্ডিয়া

ফের চড়তে পারে যুদ্ধের পারদ

নতুন সামরিক পদক্ষেপের ইঁশিয়ারি ট্রাম্পের

২১ জুন : ইরান-আমেরিকা সমঝোতা ফের সংকটের মুখে পড়তে চলেছে। রবিবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে নিয়ে সুইজারল্যান্ডে পৌঁছান। কিন্তু তার আগেই, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ইরান-সমর্থিত ও পোষিত জঙ্গি সংগঠনগুলি লেবাননে হামলা বন্ধ না করলে তিনি প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি নিয়ে আর এগোবেন না। ট্রাম্পের অভিযোগের তির মূলত হেজবোল্লার দিকেই। হেজবোল্লা ও ইজরায়েলের মধ্যে চলমান সংঘর্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ট্রাম্প জানান, এই আক্রমণ বন্ধ না হলে আমেরিকা পুনরায় ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারবে। গত সপ্তাহের হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি ইঁশিয়ারি দিয়ে বলেন,

প্রয়োজন হলে পরবর্তী আঘাত আরও তীব্র হবে। এদিকে, আগামী ষাট দিনের মধ্যে সমঝোতা সম্পন্ন না হলে হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে ওয়াশিংটন। ট্রাম্পের দাবি, মধ্যপ্রাচ্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে আমেরিকার ভূমিকাকে মাথায় রেখেই এই নীতি বিবেচনা করা হচ্ছে। ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাগের গালিবাফ। তিনি ইঁশিয়ারি দিয়ে জানান, ইরানি সশস্ত্র বাহিনী সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রয়েছে। একইসঙ্গে তিনি আমেরিকাকে সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে ইরানকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব নয়। তাহলেই মনে

কাতার এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইরানের তরফে বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন আব্বাস আরাগচি। অন্যদিকে, ইজরায়েল জানিয়েছে, হেজবোল্লার হুমকি অব্যাহত থাকলে সম্ভাব্য চুক্তির পরেও তারা সেনা মোতায়েন বজায় রাখবে। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা দপ্তরের দাবি, লেবাননে হেজবোল্লার নিয়ন্ত্রণে থাকা একাধিক বাস্তুতে তারা হামলা চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ডব্লিউটিআই ও ব্রেন্ট ক্রুডের দাম আগের তুলনায় বেড়েছে। যদিও মুরবান ক্রুড এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম কিছুটা কমেছে। তবে পরিস্থিতি ফের যুদ্ধের দিকে গড়ালে অপরিশোধিত তেলের দাম আরও বাড়তে পারে বলেই মনে

কোলকাতা, ২১ জুন : প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে আইএনএস দুনাগিরি, সংশোধক ও অগ্রয়ের দায়িত্ব নিলেন নৌ সেনা প্রধান এডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন। রবিবার কোলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় নৌ সেনার হাতে এই তিনটি যুদ্ধ জাহাজের দায়িত্ব তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল আর এন রবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ আরও অনেকে। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রী জোর দেন ভারতের আত্মনির্ভরতার ওপর। প্রধানমন্ত্রীর মতে, শিল্পক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরতার ওপরেই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। তিনি বলেন, ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ক্রেতা হয়ে থাকতে চায় না। আমাদের সামরিক শক্তিকে বিশ্বের বাজারে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আমাদের শক্তির পরিচয় বাজার হওয়ায় নয়, আত্মনির্ভরতায়। ভারত প্রস্তুতকারক হতে চায়। আর যেদিন আমরা নির্মাতা হয়ে উঠব, সেদিন আমরা সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রভাবশালী হয়ে উঠব। প্রধানমন্ত্রী এদিনের সম্ভাষণে বারবারে উঠে এসেছে বন্দর পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গ। বন্দর তথা সামুদ্রিক সক্ষমতা ছাড়া যে কোনও দেশ মহাশক্তিতে পরিণত হতে পারে না, তা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমুদ্রের অবদান নিয়েও তিনি আলোচনা করেন।

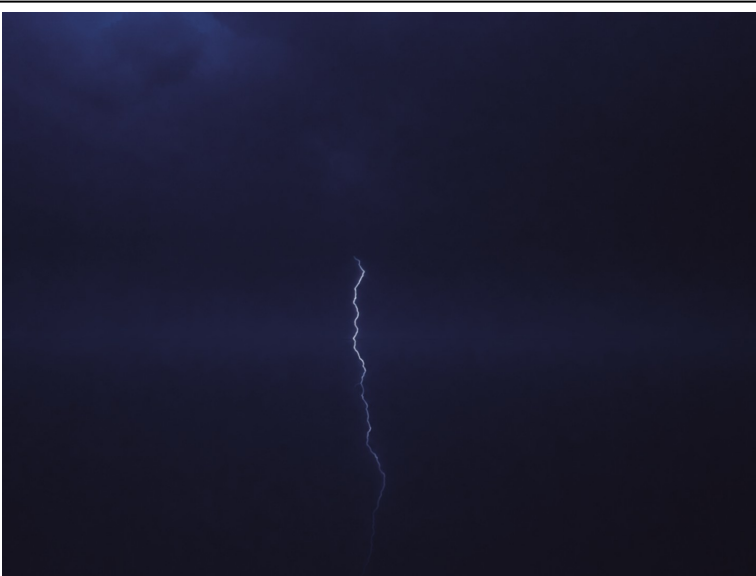
এবং অত্যাধুনিক অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার প্রযুক্তি। শত্রু জাহাজ, বিমান ও সাবমেরিন—সব ধরনের হুমকির মোকাবিলা করার ক্ষমতা এই জাহাজের রয়েছে। আইএনএস সংশোধক রয়েছে, অত্যাধুনিক সমুদ্র জরিপ প্রযুক্তি। যার মধ্যে রয়েছে, অটোনমাস আন্ডার ওয়াটার ভেহিকেল ও রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকেলস। এই জাহাজ, সমুদ্রের তলদেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবে। যার মধ্যে রয়েছে, সমুদ্রের তলদেশ, স্রোত, গভীরতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মহাসাগরীয় তথ্য সংগ্রহ করা। এই তথ্যাবলী, নৌ-পরিচালনা, উপকূলীয় উন্নয়ন এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে অর্ণালা-শ্রেণির অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শ্যালো ওয়াটার ক্রাফট-এর চতুর্থ জাহাজ আইএনএস অগ্রয় অগভীর উপকূলীয় জলসীমায় জলতলের হুমকি শনাক্ত ও ধ্বংস করার জন্য এটি বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছে। এতে রয়েছে হালকা টর্পেডো, দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত রকেট লঞ্চার এবং অত্যাধুনিক সোনার ব্যবস্থা। উপকূলবর্তী অঞ্চলে শত্রু সাবমেরিনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরক্ষা গড়ে তোলাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। বিকশিত ভারতে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকাকেও লঘু করে দেখছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এদিনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা নিয়ে সদর্থক মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, ভারতের নতুন সামুদ্রিক যুগে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের বন্দর, শিল্পক্ষমতা, প্রতিভা, দক্ষতা এবং সামুদ্রিক অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে। তিনি নিশ্চিত করেন, আগামী বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ব্লু ইকোনমি, সামুদ্রিক উৎপাদন, লজিস্টিকস এবং উপকূলীয় উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে চীন ও আমেরিকার আনাগোনা ইদানীং বেড়েছে বলেই অভিমত বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। চীন ও আমেরিকার নাম উচ্চারণ না করেই প্রধানমন্ত্রী এদিনের বক্তব্যে মনে করিয়ে দেন, শান্তি রক্ষার জন্য শক্তিবৃদ্ধির কথা। তাঁর মতে, সমৃদ্ধি রক্ষার জন্য নিরাপত্তা অপরিহার্য। আর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য অনিবার্য আত্মনির্ভরতা।

সোরাবদী এভেনিউ-র নয়া নাম

কোলকাতা, ২১ জুন : সোরাবদী এভেনিউ-র নাম পরিবর্তন করে গোপাল মুখার্জি রোড করেছে কোলকাতা পুরসভা। এই মর্মে কোলকাতা পুরসভার তরফে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। সেই নোটিশের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ইতিহাসের সংশোধন হলো। তিনি আরও জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে এমন এক ব্যক্তির

-দুইয়ের পাতায়



নীল

নবঘনে

মালদা, ২১ জুন : রবিবার বিকেলে তীব্র মেঘ ঘনায় গোটা মালদা শহরজুড়ে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল, ৮৩ শতাংশ। শহরে বৃষ্টি হয়নি। বিকেলে তোলা একটি চিত্র।



সম্পাদকীয়

সাড়ম্বরে পালিত হল দ্বাদশ আনাএদিকে এদিন কোলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। গোটা আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস বিশ্বজুড়ে এই দিবস উদযাপিত সংশোধক ও আইএনএস অগ্রয়কে হলেও, আপামর বিশ্বের নজর ছিল ভারতীয় নৌসেনার হাতে তুলে দিতে পশ্চিমবঙ্গের দিকেই। প্রধানমন্ত্রীর গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিপুল কর্মযজ্ঞের উপস্থিতিতে কলকাতার রেড রোডে কথা উল্লেখ করেছেন। সেই কর্মযজ্ঞে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের ছবি প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ ও দক্ষতার আলোকবেগে ছড়িয়ে পড়েছে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। আত্মনির্ভরতার যে পথ বর্তমান ভারত উত্তর গোলার্ধে বছরের দীর্ঘতম দিন। গ্রহণ করেছে, তা ভবিষ্যতে নারী-দিনমান প্রায় ১৪ ঘণ্টা, আর রাত ১০ পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষকে এই ঘণ্টার। যদিও সেই প্রসঙ্গ মুখ লুকিয়ে জাতীয় কর্মযজ্ঞে शामिल করবে—

রয়েছে ভূগোল বইয়ের পাতার ফাঁকেই। আবার আজই ভারত-সহ বিশ্বের একাধিক দেশে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক পিতৃ দিবস। কিন্তু যোগ দিবসের ডঙ্কানিনাদের আড়ালে পিতৃ দিবসের আবহ কিছুটা চাপা পড়েছে। ২০২৩-২৪ অক্টোবর মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৭৮.৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৪১.৭ শতাংশ মহিলা কোনও না কোনও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রেক্ষাপটে, পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য হিসেবে স্ত্রী কিংবা পুরুষের ভূমিকা নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে। যে কোনও উন্নয়নশীল দেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই বৈষম্যকে ক্রমশ কমিয়ে



এমনটাই প্রত্যাশা। এই মহতী দিনে পত্রিকার প্রকাশে, সম্পাদক হিসেবে আমি যারপরনাই আনন্দিত। দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পত্রিকা প্রকাশ করা উচিত কি না, তা নিয়ে এক মতামতের মধ্যে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করেই পত্রিকা গুটিগুটি পায়ের চলেতে শুরু করল। জনক হিসেবে এ এক স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই আহ্বাদ তোলা থাকুক। ভবিষ্যতের জন্য। ধন্যবাদ শ্রমিত দত্তকো। পত্রিকার জন্য তিনি বিনা পারিশ্রমিকে একটি গ্রাফিটি নির্মাণ করেছেন। ধন্যবাদ প্রকাশিকাকেও।

যোগ দিবসে সুস্থতার বার্তা দিলেন মোদী

কোলকাতা, ২১ জুন : মানবজীবনে যোগাভ্যাসের গুরুত্ব ধীরে ধীরে কেন্দ্র করে সাজিয়ে তোলা হয় বিশ্বদরবারে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেই স্বীকৃতিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতেই ২০১৫ সাল থেকে ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় রাষ্ট্রসংঘ। ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর রাষ্ট্রসংঘে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে রাষ্ট্রসংঘ সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দিলে বিশ্বজুড়ে শুরু হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদযাপন।

৪ মে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জানানো হয়, দেশের অন্যান্য অংশের মতো এ রাজ্যেও এবার জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সেই ঘোষণা অনুসারে, যোগ দিবসে অংশগ্রহণের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন

করা এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “বিশ্বজুড়ে এক স্মরণীয় যোগ দিবস। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৬-কে সত্যিকারের বৈশ্বিক উদযাপনে পরিণত করার জন্য বিশ্বের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন দেশ ও জীবনের নানা ক্ষেত্রের মানুষকে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার অভিন্ন সাধনায় একত্রিত করতে যোগ যে ভূমিকা পালন করেছে, তা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক।” প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই দিনটি আগামী দিনে আরও বেশি মানুষকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে যোগকে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও আধিকারিকরা এদিন দেশের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত যোগ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।



রেড রোডে যোগাভ্যাস শিবিরে অনেকের মাঝে প্রধানমন্ত্রী, ছবি সৌজন্যে পিএম ইন্ডিয়া

কড়া নিরাপত্তায় রবিবার সম্পন্ন রি-নিট

২২ জুন : প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে মে মাসে আয়োজিত নিট পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পর রবিবার নতুন করে পরীক্ষায় বসলেন লক্ষ লক্ষ মেডিক্যাল পড়ুয়া। তবে এদিনের পরীক্ষা ছিল শুধু পরীক্ষার্থীদের জন্যই নয়, জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (এনটিএ) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও একপ্রকার বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষা। আগের বিতর্কের পর পরীক্ষাব্যবস্থার প্রতি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। মে মাসের পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সামনে আসার পর দেশজুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিও ওঠে। যদিও কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, পরিস্থিতি আড়াল না করে স্বচ্ছতার স্বার্থে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েই আগের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল এবং নতুন করে পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার দুপুর দু'টো থেকে বিকেল ৫টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা চলো। পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছতে বলা হয়েছিল। প্রবেশপত্র, ৪০ থেকে ৫০ জন নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন ছিল। বৈধ পরিচয়পত্র এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবি সঙ্গে

রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আগেই। প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতীয় বায়ুসেনার সাহায্যে সেগুলি বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। পরীক্ষার আগের দিন দেশজুড়ে মক ড্রিলের মাধ্যমে জ্যামার, সিসিটিভি, বায়োমেট্রিক যাচাই এবং তল্লাশি ব্যবস্থার কার্যকারিতাও পরীক্ষা করে দেখা হয়। দেশের ৫৫১টি শহরে ৫,৪৪০টি কেন্দ্র এবং বিদেশের ১৪টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইংরেজির পাশাপাশি ১২টি ভারতীয় ভাষায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় ৯৫ হাজার পরীক্ষাকক্ষে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। মোট ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৬০টি ক্যামেরার ফুটেজ জাতীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ইলেকট্রনিক কারচুপি রুখতে ব্যবহার করা হয় ৫১ হাজারেরও বেশি জ্যামার। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী, ভারতীয় বায়ুসেনা, ডাক বিভাগ এবং রাজ্য প্রশাসনকে কাজে লাগানো হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন ছিল। প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকা প্রায় ১,৫০০টি

ব্যাক শাখা এবং ওএমআর শিট সংগ্রহের জন্য দেশের প্রায় ৭০০টি কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যগুলির মুখ্যসচিব এবং জেলাস্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক পর্যালোচনা বৈঠকও করা হয়। এনটিএ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত গুজব বা ভুয়ো দাবি ছড়ালে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের শুধুমাত্র সরকারি সূত্রের উপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে ককরোচ জনতা পার্টি। অন্যদিকে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করেন। একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, যাতে আর কোনও ত্রুটির কারণে ছাত্রছাত্রীদের নতুন করে মানসিক চাপে পড়তে না হয়। কড়া নিরাপত্তা এবং নজিরবিহীন প্রস্তুতির মধ্যে রি-নিট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আপাতত স্বস্তি ফিরেছে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে।

আগামী কিছু দিন

পশ্চিমবঙ্গজুড়ে

কমবে বৃষ্টিপাত

দিল্লি, ২১ জুন : গোটা ভারতজুড়েই শুরু হয়েছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত। ইতিমধ্যে বৃষ্টিপাতের দরুণ কোলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার জনজীবন কিয়দংশে প্রভাবিত হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের প্রভাব থাকবে বলে জানিয়েছে কোলকাতা আবহাওয়া দপ্তর। তবে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টিপাত শুরু হলেও মালদা সহ দুই দিনাজপুরে সেভাবে বৃষ্টিপাত এখনও হয়নি বলেই চলো। তীব্র আর্দ্রতায় হাঁসফাস করছেন উত্তরবঙ্গের এই জেলার বাসিন্দারা। ইন্ডিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা, দুই দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মালদা সহ গাঙ্গেয় উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি এলাকাজুড়ে তীব্র বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে মালদা সহ সংলগ্ন জেলাগুলিকে লাগাতার নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে।

নয়া নাম

প্রথম পাতার পরে,

নাম বহন করা হয়েছে, যাঁর ভূমিকা বিভাজন ও রক্তক্ষয়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আজ সেই অধ্যায়ের সংশোধন করে সাহস, আত্মত্যাগ ও রক্ষকের প্রতীক শ্রী গোপাল মুখার্জীকে যথাযোগ্য সম্মান জানানো হলো। কোলকাতা পুরসভার এই সিদ্ধান্তে জাতীয়তাবাদী মহলে খুশির হাওয়া।